বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) এর ট্রান্সমিশন চার্জ সম্পর্কিত আদেশ

বিইআরসি আদেশ # ২০১৮/০২

তারিখ: ১৬ অক্টোবর ২০১৮

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা)
১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.berc.org.bd

সূচী

অনুচ্ছেদ	বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা
১.০	আবেদনের সার-সংক্ষেপ	১
২.০	আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা	১
৩.০	কমিশন কর্তৃক আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ	২
৪.০	কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক আবেদন মূল্যায়ন	২
৫.০	গণশুনানি	৬
৬.০	শুনানি-পরবর্তী মতামত	৯
৭.০	কমিশনের পর্যালোচনা	৯
৮.০	মূল্যহার আদেশ	১৩

আদেশ # ২০১৮/০২

তারিখ: ১৬ অক্টোবর ২০১৮

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) এর ট্রান্সমিশন চার্জ সম্পর্কিত আদেশ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২২(খ) এবং ৩৪ অনুসারে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) এর ট্রান্সমিশন চার্জ নির্ধারণের আবেদনের ওপর গণশুনানি অন্তে এ আদেশ দেয়া হলো।

১.০ আবেদনের সার-সংক্ষেপ

১.১ গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.২৬৫৪ টাকা হতে ০.৪৪৭৬ টাকায় নির্ধারণের জন্য ১৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে ২৮.১৪.০০০০.১৫৫.০৫.০০১.১৮.০৩৭৩ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে কমিশনে আবেদন করে। উক্ত আবেদনে জিটিসিএল ট্রান্সমিশন চার্জ বৃদ্ধির সপক্ষে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সঞ্চালন পাইপলাইনের পিগিং কার্যক্রম এবং পাইপলাইন ও কম্প্রেসর স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ বিবেচনায় মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি, নতুন নিয়োগের জন্য জনবল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা নিরসনকল্পে বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানির প্রয়োজনে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করে। জিটিসিএল উল্লেখ করে যে, ট্রান্সমিশন চার্জ বৃদ্ধি না করা হলে পেট্রোবাংলা ও এর কোম্পানী, সরকার এবং দাতা সংস্থা হতে গৃহিত ঋণের আসল ও সুদ পরিশোধ, ডিভিডেন্ড প্রদান, নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়ন ও দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হবে না এবং কোম্পানীতে তারল্য সংকট সৃষ্টি হবে।

১.২ আবেদনে জিটিসিএল আরো উল্লেখ করে যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বিবেচনা করা হয়েছে দৈনিক গড়ে ২,৬৯০.৬৪ মিলিয়ন ঘনফুট। যার মধ্যে জিটিসিএল এর সঞ্চালনের পরিমাণ ৮০.৪৭% বা দৈনিক গড়ে ২,১৬৪.৬৪ মিলিয়ন ঘনফুট বা বছরে ২২,৩৭১.৮০ মিলিয়ন ঘনমিটার। উক্ত অর্থবছরে আমদানিকৃত এলএনজি সরবরাহের পরিমাণ বিবেচনা করা হয়েছে দৈনিক গড়ে ৯৯০.০০ মিলিয়ন ঘনফুট বা বছরে ১০,২৩২.২৮ মিলিয়ন ঘনমিটার। সে অনুযায়ী ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এলএনজিসহ জিটিসিএল এর গ্যাস সঞ্চালনের পরিমাণ দৈনিক গড়ে ৩,১৫৪.৬৪ মিলিয়ন ঘনফুট বা বছরে ৩২,৬০৪.০৮ মিলিয়ন ঘনমিটার।

২.০ আবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা

২.১ কমিশন জিটিসিএল এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রান্সমিশন চার্জ নির্ধারণের লক্ষ্যে কমিশন আইনের ধারা ৩৪(৪) অনুযায়ী বিচার-বিশ্লেষণ এবং এ বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের শুনানি গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে।

২.২ কমিশন জিটিসিএল এর আবেদনটি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ মোতাবেক প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাগজপত্র ও তথ্যাদি কমিশনে দাখিল করার জন্য ৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ২৮.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.১৮-২১৫৭ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে জিটিসিএল-কে পত্র প্রেরণ করে। জিটিসিএল ১০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে যাচিত তথ্যাদি কমিশনে দাখিল করে।

৩.০ কমিশন কর্তৃক আবেদনটি আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ

৩.১ জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন চার্জ নির্ধারণের আবেদনটি বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি (Methodology) মোতাবেক মূল্যায়নের নিমিত্ত কমিশন ২৯ মার্চ ২০১৮ তারিখের সভায় 'কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (Technical Evaluation Committee-TEC)' গঠন করে।

৩.২ কমিশন ৯ মে ২০১৮ তারিখের সভায় জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন চার্জ নির্ধারণের আবেদনটি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে এবং তা মূল্যায়নের জন্য TEC-কে নির্দেশ প্রদান করে।

৩.৩ জিটিসিএল এর আবেদনের ওপর কমিশন ১১ জুন ২০১৮ তারিখ সোমবার সকাল ১০:০০ টায় টিসিবি অডিটরিয়ামে গণশুনানির দিন, সময় এবং স্থান নির্ধারণ করে।

৪.০ কারিগরি মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক আবেদন মূল্যায়ন

৪.১ TEC বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০ এর তফসিলে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে আবেদনপত্র মূল্যায়ন করে।

৪.২ TEC এলএনজি আমদানির পরিমাণ, রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি জাতীয় গ্যাস গ্রীডে সঞ্চালন, এলএনজির আমদানি মূল্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে ১৭ মে ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা), গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল) এবং রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড (আরপিজিসিএল) এর সাথে আলোচনা করে। এছাড়া, TEC গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত বিষয়ে ২০ মে ২০১৮ তারিখে পেট্রোবাংলা, বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস্ কোম্পানী লিমিটেড (বিজিএফসিএল), সিলেট গ্যাস ফিল্ডস্ লিমিটেড (এসজিএফএল) এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স) এর সাথে মতবিনিময় সভা করে।

৪.৩ জিটিসিএল তাদের আবেদনের সাথে ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সাময়িক হিসাব এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রাক্কলিত হিসাব কমিশনে দাখিল করে। TEC ২০১৬-১৭ অর্থবছরকে যাচাইবর্ষ (test year)/রেফারেন্স বছর বিবেচনা করে উক্ত অর্থবছরের নিরীক্ষিত আয়-ব্যয়ের ভিত্তিতে জ্ঞাত (known) এবং পরিমাপযোগ্য (measurable) মানদণ্ড অনুসরণ করে প্রোফরমা-সমন্বয়ের (proforma-adjustment) মাধ্যমে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব চাহিদা নিরূপণ করে।

৪.৪ কাতারের Ras Laffan Liquified Natural Gas Company Limited (3) এর সাথে ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে এবং ওমানের Oman Trading International Limited এর সাথে ৬ মে ২০১৮ তারিখে পেট্রোবাংলা LNG Sale and Purchase Agreement (SPA) স্বাক্ষর করেছে। উক্ত SPA মোতাবেক পেট্রোবাংলা এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে বছরে যথাক্রমে ২.৫০ এবং ১.০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন অর্থাৎ মোট ৩.৫০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি আমদানি করতে পারবে মর্মে TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করে।

৪.৫ TEC উল্লেখ করে আমদানিকৃত এলএনজি রি-গ্যাসিফিকেশনপূর্বক জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন পাইপলাইনে সরবরাহের জন্য কক্সবাজারের মহেশখালীতে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের নিমিত্ত Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) ২৪ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে দেশে এনেছে এবং FSRU থেকে উচ্চ চাপসম্পন্ন গ্যাস জিটিসিএল এর মহেশখালী-আনোয়ারা পাইপলাইনের মহেশখালী জিরো পয়েন্টে সরবরাহের জন্য প্রায় ৭ কিলোমিটার Subsea Pipeline স্থাপন সম্পন্ন করেছে। জিটিসিএল মহেশখালী-আনোয়ারা সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্ন করেছে এবং কর্ণফুলী নদী ক্রসিংসহ আনোয়ারা-ফৌজদারহাট সঞ্চালন পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (কর্ণফুলী গ্যাস) এর Ring Main Pipeline এর গ্যাস প্রবাহ ক্ষমতা দৈনিক সর্বোচ্চ ৩৫০ মিলিয়ন ঘনফুট হওয়ায়, কর্ণফুলী নদী ক্রসিংসহ আনোয়ারা-ফৌজদারহাট সঞ্চালন পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়া অবধি চট্টগ্রাম এলাকায় রি-গ্যাসিফাইড গ্যাস সরবরাহ Ring Main Pipeline এর ক্ষমতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে মর্মে TEC উল্লেখ করে।

৪.৬ TEC তাদের মূল্যায়নে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইওসিসহ দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ নিরূপণ করে দৈনিক গড়ে ২,৬৪১.১১ মিলিয়ন ঘনফুট বা বছরে ২৭,২৯৭.৫৬ মিলিয়ন ঘনমিটার। রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সঞ্চালন ক্যাপাসিটি বিবেচনায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে দৈনিক ৩২৫ মিলিয়ন ঘনফুট এবং অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে দৈনিক ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট হিসাবে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ৪৫৬ মিলিয়ন ঘনফুট বা বার্ষিক ৪,৭১১.৯২ মিলিয়ন ঘনমিটার এলএনজি আমদানি বিবেচনা করে। TEC দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত গ্যাসের মোট পরিমাণ নিরূপণ করে দৈনিক গড়ে ৩,০৯৭.১১ মিলিয়ন ঘনফুট বা বছরে ৩২,০০৯.৪৮ মিলিয়ন ঘনমিটার।

৪.৭ জিটিসিএল এর প্রস্তাব মোতাবেক TEC তাদের মূল্যায়নে দেশীয় গ্যাসের ৮০.৪৭% এবং রি-গ্যাসিফাইড এলএনজির ১০০% জিটিসিএল কর্তৃক সঞ্চালন বিবেচনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণ করে। TEC উল্লেখ করে বিদ্যমান সঞ্চালন চার্জে জিটিসিএল এর কোনো ট্রান্সমিশন লস অন্তর্ভুক্ত নেই। তবে গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ পদ্ধতিতে যথাযথ ট্রান্সমিশন লস কমিশন কর্তৃক অনুমোদনের উল্লেখ রয়েছে। TEC উল্লেখ করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ High Pressure Transmission System এর Transmission Loss ট্যারিফ নির্ধারণে বিবেচনা করে থাকে। স্পেনে গ্রীডে ১৬ বারের উর্ধ্বে চাপের ক্ষেত্রে ০.২০% Transmission Loss বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাই TEC সার্বিক বিবেচনায় কম্প্রেসর/নিজস্ব ব্যবহার ব্যতিত জিটিসিএল এর গড় ট্রান্সমিশন লস ০.২৫% বিবেচনা করে।

৪.৮ TEC ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্য গ্যাসের পরিমাণ, ট্রান্সমিশন লস এবং বিতরণ প্রান্তে গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ নিম্নোক্ত সারণি-১ অনুযায়ী বিবেচনা করে:

সারণি-১: জিটিসিএল এর উৎপাদন প্রান্তে গ্যাস গ্রহণ, ট্রান্সমিশন লস এবং বিতরণ প্রান্তে গ্যাস সরবরাহ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন ঘনমিটার)
১	উৎপাদন প্রান্তে গ্যাস গ্রহণ	২৬,৬৭৮.২৭
২	ট্রান্সমিশন লস (০.২৫%)	৬৬.৭০
৩	**বিতরণ প্রান্তে গ্যাস সরবরাহ** (১-২)	**২৬,৬১১.৫৭**

৪.৯ জিটিসিএল এর আবেদনে উপস্থাপিত এবং পরবর্তীতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে TEC ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য জিটিসিএল এর সঞ্চালন রাজস্ব চাহিদা নিম্নোক্ত সারণি-২ অনুযায়ী নিরূপণ করে:

সারণি-২: জিটিসিএল এর সঞ্চালন রাজস্ব চাহিদা

ক্রমিক নং	বিবরণ	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)	TEC এর ব্যাখ্যা
১	জনবল	৮৫৭.৫৩	২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয়ের সাথে বার্ষিক ৫% বৃদ্ধি এবং সঞ্চালন সিস্টেমের সম্প্রসারণ বিবেচনায় অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন অর্থবছরে নতুন জনবল নিয়োগের ধারাবহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪৩ জন নতুন জনবলের ব্যয় বিবেচনা।
২	অফিস খরচ	৫২৭.৫৯	২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রতি ঘনমিটার ব্যয় বিবেচনায়।
৩	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ	১২৫.০৪	
৪	পেট্রোবাংলা এর সার্ভিস চার্জ	০.০০	পেট্রোবাংলা এর রাজস্ব চাহিদা পৃথকভাবে বিবেচনা।
৫	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি	০.০১	জিটিসিএল এর প্রাক্কলিত ব্যয় বিবেচনায়।
৬	কম্প্রেসার স্টেশনে গ্যাস ব্যবহার বাবদ ব্যয়	৪০৮.৬৫	আশুগঞ্জ এবং এলেঙ্গা কম্প্রেসর স্টেশনে দৈনিক গড়ে ৪.১১ এমএমসিএফ বা বছরে প্রায় ৪২.৪৮ এমএমসিএম গ্যাস ব্যবহার বিবেচনায় ক্যাপটিভ পাওয়ার গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার মোতাবেক গ্যাসের ক্রয় ব্যয়।
৭	**মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (১+...+৬)**	**১,৯১৮.৮৩**	

ক্রমিক নং	বিবরণ	রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)	TEC এর ব্যাখ্যা
৮	অবচয়	৩,৬৮০.৬৮	২০১৬-১৭ অর্থবছরের রাজস্ব চাহিদা নিরূপণে বিবেচিত ব্যবহার্য সম্পদের সাথে নতুন প্রকল্প হিসাবে বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প, স্কাডা রিহেবিলিটেশন প্রকল্প, গ্যাস ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি এক্সপানসন আশুগঞ্জ টু বাখরাবাদ প্রকল্প, মহেশখালি-আনোয়ারা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প এবং আনোয়ারা-ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের ব্যবহার্য সম্পদের অবচয় বিবেচনায়।
৯	রিটার্ন অন রেট বেজ	৪,২৪০.৫২	পেইড-আপ ক্যাপিটালের ওপর ১২% ও অবশিষ্ট ইক্যুইটির ওপর ৫.৪৪% হারে রিটার্ন; এবং আন্তঃকোম্পানী, সরকারি ও বৈদেশিক ঋণের সুদের হার যথাক্রমে ২%, ৪% ও ৫% বিবেচনায় নিরূপিত ভারিত গড় রিটার্ন অন রেট বেজ ৪.৮৩%, মোট রেট বেজ ৮৭,৮১৪ মিলিয়ন টাকার ওপর আরোপপূর্বক।
১০	প্রভিশন ফর ডব্লিউপিপিএফ	১৬০.১৬	বিদ্যমান সঞ্চালন চার্জ বিবেচনায় কর ও ডব্লিউপিপিএফ পূর্ববর্তী নীট মুনাফার ৫%।
১১	কর্পোরেট ট্যাক্স	১,১০৯.৪৫	বিদ্যমান সঞ্চালন চার্জ বিবেচনায় কর পূর্ববর্তী নীট মুনাফার ৩৫%।
১২	**মোট সঞ্চালন ব্যয়/ রাজস্ব চাহিদা (৭+...+১১)**	**১১,১০৯.৬৪**	
১৩	অন্যান্য আয়	১,৩১৩.৭৮	২০১৬-১৭ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদন মোতাবেক পরিচালন ও অপরিচালন আয়; ৩০ জুন ২০১৭ তারিখের এফডিআর এবং এসএনডি হিসাবে জমাকৃত অর্থ বিবেচনায় সরকারি ব্যাংকের এফডিআরের ক্ষেত্রে ৬%, বেসরকারি ব্যাংকের এফডিআরের ক্ষেত্রে ৯.৫% এবং এসএনডি হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর ৩% হারে সুদের হার বিবেচনায় নিরূপিত সুদ আয়।
১৪	**নীট সঞ্চালন ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা (১২-১৩)**	**৯,৭৯৫.৮৬**	
১৫	**নীট সঞ্চালন ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা (টাকা/ঘনমিটার)**	**০.৩৬৮১**	বিতরণ কোম্পানীর ইনটেক পয়েন্টে ২৬,৬১১.৫৭ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ বিবেচনায়।

TEC এর প্রাক্কলন মোতাবেক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিটিসিএল এর নীট সঞ্চালন ব্যয়/রাজস্ব চাহিদার পরিমাণ (মোট সঞ্চালন ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা থেকে অন্যান্য আয় বাদ দিয়ে) ৯,৭৯৫.৮৬ মিলিয়ন টাকা বা ০.৩৬৮১ টাকা/ঘনমিটার। বিদ্যমান ট্রান্সমিশন চার্জ ০.২৬৫৪ টাকা/ঘনমিটার। অর্থাৎ জিটিসিএল এর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রাক্কলিত রাজস্ব ঘাটতি ০.১০২৭ টাকা/ঘনমিটার।

৪.১০ জিটিসিএল এর নতুন ট্রান্সমিশন লাইন নির্মাণে বিনিয়োগ ও অবচয় বৃদ্ধি, ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে গ্যাসের যথাযথ হিসাব নিরূপণের লক্ষ্যে জিটিসিএল এর আওতাধীন কম্প্রেসর স্টেশন বা নিজস্ব সিস্টেমে ব্যবহৃত সকল গ্যাস স্ব-স্ব বিতরণ কোম্পানীর নিকট থেকে ক্রয়পূর্বক ব্যবহার, জাতীয় গ্যাস গ্রীডের প্রতিটি বিতরণ কোম্পানীর জন্য নির্মিত অফটেক পয়েন্টে যথাযথ মিটারিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, সঞ্চালন চার্জ নির্ধারণে ট্রান্সমিশন লস অন্তর্ভুক্ত করা ইত্যাদি বিষয়ে TEC তাদের সুপারিশ প্রদান করেছে।

৫.০ গণশুনানি

৫.১ কমিশনের ৯ মে ২০১৮ তারিখের ২৮.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.১৮-২৯৭৪ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন চার্জ নির্ধারণের আবেদনের ওপর অনুষ্ঠেয় গণশুনানির তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে ৯ মে ২০১৮ তারিখে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। উক্ত গণবিজ্ঞপ্তি কমিশনের ওয়েবসাইটে এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়। এছাড়া, কমিশনের ৯ মে ২০১৮ তারিখের ২৮.০১.০০০০.০১২.১৪.০০১.১৮-১৯৭৪ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে গণশুনানি অনুষ্ঠানের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে নোটিশ প্রদান করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তি এবং নোটিশে আগ্রহী ব্যক্তি/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কমিশনে অনুষ্ঠেয় গণশুনানিতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ৩১ মে ২০১৮ তারিখের মধ্যে নাম তালিকাভুক্ত করা ও শুনানি-পূর্ব লিখিত মতামত প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়।

৫.২ ১১ জুন ২০১৮ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় কমিশন আইনের ধারা ১২(৩) অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে টিসিবি অডিটরিয়ামে জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন চার্জ নির্ধারণের আবেদনের ওপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়। কমিশনের সকল সদস্য শুনানি পরিচালনায় অংশ নেন।

৫.২.১ শুনানিতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, পেট্রোবাংলা, আবেদনকারী জিটিসিএল, দেশীয় গ্যাস উৎপাদন কোম্পানীসমূহ, গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই), বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ট্যারিফ ও প্রান্তিক সুবিধাদি পুনর্নির্ধারণ সংগ্রাম পরিষদ এবং বাংলাদেশ সিএনজি ফিলিং স্টেশন এন্ড কনভার্সন ওয়ার্কশপ ওনার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিবৃন্দ; বুয়েটের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মো: নুরুল ইসলাম; বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

৫.২.২ কমিশনের চেয়ারম্যান গণশুনানির উদ্দেশ্য এবং বিচারিক দিকটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যাপূর্বক বিচারিক প্রক্রিয়ায় ট্রান্সমিশন চার্জ বৃদ্ধির প্রস্তাবটি যে ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত (just and reasonable) তা প্রমাণের দায়িত্ব জিটিসিএল কর্তৃপক্ষের মর্মে উল্লেখ করেন।

৫.২.৩ কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এলএনজি আমদানি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তিনি এলএনজি আমদানি, আমদানি ব্যয় এবং দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বিষয়ে সম্যক ধারণা দেয়ার জন্য পেট্রোবাংলা এর চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দকে উপস্থাপনার জন্য আহ্বান জানান।

পেট্রোবাংলা এর চেয়ারম্যান জানান যে, বাংলাদেশের এনার্জি সেক্টর এখনও গ্যাসের উপর নির্ভরশীল এবং দেশীয় কূপ থেকে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। ক্রমহ্রাসমান দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন এবং দেশে গ্যাসের উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে বিভিন্ন খাতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে বিদেশ হতে এলএনজি আমদানির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আমদানিকৃত এলএনজির মূল্য বেশি হওয়ায় দেশীয় গ্যাস এবং আমদানিকৃত রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি মিশ্রণ করে গ্যাসের নতুন মূল্যহার নির্ধারণ প্রয়োজন। গ্যাসের মূল্যহার এমনভাবে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা সকলের কাছে সহনীয় এবং সকল গ্রাহকশ্রেণির জন্য সমভাবে প্রযোজ্য হয়। গ্যাসের অপ্রতুলতার কারণে এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে, লাভ করার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি। আমদানি ব্যয় সমন্বয়ের জন্য গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

পেট্রোবাংলা এলএনজি আমদানি বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করে। এলএনজি আমদানির পরবর্তীতে গ্যাসের মূল্য কত বৃদ্ধি করলে পেট্রোবাংলা এবং কোম্পানীসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তার ভিত্তিতে মার্চ ২০১৮ সময়ে গ্যাসের মূল্যহার বৃদ্ধির জন্য গ্যাস সঞ্চালন এবং বিতরণ কোম্পানীসমূহ কমিশনে আবেদন দাখিল করেছে মর্মে পেট্রোবাংলা উল্লেখ করে।

৫.২.৪ কমিশনের চেয়ারম্যান জিটিসিএল-কে তাদের প্রস্তাব উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। জিটিসিএল ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৪৪৭৬ টাকায় নির্ধারণের আবেদনের যৌক্তিকতায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচ্য মর্মে উল্লেখ করে:

(ক) বর্তমানে কোম্পানীর মোট গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্ক ১,৫৬০ কিলোমিটার, যা আগামী দুই বছরে ২,৪৭১ কিলোমিটারে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে।

(খ) জিটিসিএল এর গ্যাস সঞ্চালনের পরিমাণ জাতীয় গ্যাস উৎপাদনের প্রায় ৮০%।

(গ) আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গায় গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে আশুগঞ্জ-বাখরাবাদ পাইপলাইন প্রকল্প, তিতাস গ্যাস ফিল্ডস (লোকেশন সি-বি-এ) টু তিতাস-এবি পাইপলাইন প্রকল্প, সরাইল-খাটিহাতা-মালিহাতা পাইপলাইন প্রকল্প এবং জিটিসিএল প্রধান কার্যালয় নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(ঙ) আংশিক নিজস্ব অর্থায়নে নতুন প্রকল্প হিসাবে মনোহরদী-ধনুয়া, গ্যাস ট্রান্সমিশন ক্যাপাসিটি এক্সপানশন আশুগঞ্জ টু বাখারাবাদ, বাখারাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ এবং মহেশখালী-আনোয়ারা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

(চ) ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিটিসিএল কর্তৃক ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের ব্যয় ৯৩,৪৭৯.৮৫ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে জিটিসিএল এর নিজস্ব অর্থের পরিমাণ ১৩,০৫৩.৪৪ মিলিয়ন টাকা।

(ছ) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ প্রবিধানমালা, ২০১০ অনুযায়ী কমন স্টকের ওপর ১২% হারে লভ্যাংশ এবং অবশিষ্ট ইক্যুইটির ক্ষেত্রে ৫.৪০% হারে রিটার্ন বিবেচনা করা।

জিটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান যে, জিটিসিএল একটি Capital Intensive কোম্পানী হওয়ায় দেশের উন্নয়নের গতিধারায় সরকারের অগ্রাধিকারভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। ফলশ্রুতিতে যে সকল Financial Scenario বিবেচনায় নিয়ে কোম্পানীর সঞ্চালন ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়, তা দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে ট্যারিফ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা যৌক্তিক হয়ে দাঁড়ায়।

৫.২.৫ TEC তাদের মূল্যায়ন প্রতিবেদন শুনানিতে পেশ করে, যা সংক্ষিপ্তভাবে অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.২.৬ পেট্রোবাংলা এর উপস্থাপনা গণশুনানির অংশ কি-না ক্যাব প্রতিনিধির এমন প্রশ্নের জবাবে কমিশনের সদস্য জনাব রহমান মুরশেদ জানান যে, বর্তমান শুনানি এলএনজির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় বিষয়টি স্পষ্টীকরণের জন্য এ উপস্থাপনা। পেট্রোবাংলা ব্যয়ের যে সকল উপাদান দেখিয়েছে তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করার দায়িত্ব পেট্রোবাংলা নিবে কি-না ক্যাব প্রতিনিধির এ প্রশ্নের জবাবে কমিশনের সদস্য জনাব মোঃ আবদুল আজিজ খান জানান যে, পেট্রোবাংলা কমিশনে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো আবেদন করেনি। গ্যাস কোম্পানীসমূহের পক্ষে গ্যাসের উৎপাদন, আমদানি এবং প্রবাহ বোঝানোর জন্য পেট্রোবাংলা উপস্থাপনা করেছে। ক্যাব প্রতিনিধি বলেন যে, এলএনজি গ্রাহকের নিকট না পৌঁছানো পর্যন্ত এ সংক্রান্ত অবকাঠামোকে সম্পদ হিসাবে মূল্যহার নির্ধারণে বিবেচনা করা যৌক্তিক নয়। এ প্রেক্ষাপটে আরপিজিসিএল জানায় যে, এলএনজি দেশে এসে পৌঁছেছে এবং তা সরবরাহের জন্য মহেশখালী-আনোয়ারা পাইপলাইনের নির্মাণ কাজ সম্পন্নপূর্বক স্বল্পচাপে কমিশনিং করে রাখা হয়েছে। সাগরের তলদেশে ২০ মিটার গভীরে sub-sea পাইপলাইনে লিকেজের কারণে এলএনজি সরবরাহ করা যায়নি। Excelerate Energy Bangladesh Limited (EEBL) উক্ত লিকেজ মেরামত করেছে।

৫.২.৭ বুয়েটের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মো: নুরুল ইসলাম গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে এসডি-ভ্যাট অনুমানভিত্তিক হবে না উল্লেখ করেন। তিনি জানান, গ্যাসের সম্পূরক শুল্ক অব্যাহতির বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক এসআরও এর মাধ্যমে নোটিফিকেশন করা প্রয়োজন।

৫.২.৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিনিধি জ্বালানির মূল্য সহনীয় রাখার জন্য এলএনজির বিকল্প হিসাবে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান করা যুক্তিযুক্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

৬.০ শুনানি-পরবর্তী মতামত

৬.১ জিটিসিএল শুনানি-পরবর্তী মতামত প্রদান করে। উক্ত মতামতে জিটিসিএল আনোয়ারা-ফোজদারহাট পাইপলাইনের জন্য TEC এর বিবেচিত ৬ (ছয়) মাসের অবচয়ের পরিবর্তে ৯ (নয়) মাসের অবচয়; মহেশখালী-আনোয়ারা পাইপলাইন প্রকল্পের সম্পদ ও অবচয় ব্যয় বিবেচিত যথাক্রমে ১,৪৬৪.০০ মিলিয়ন টাকা ও ৫৪.০২ মিলিয়ন টাকার পরিবর্তে IDC সহ প্রকল্পের ডিপিপি মোতাবেক মোট ব্যয় ১০,৮২১.০৩ মিলিয়ন টাকা ও এসংক্রান্ত ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ১২ (বার) মাসের অবচয় বাবদ ৪১২.৫০ মিলিয়ন টাকা; বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ পাইপলাইনের Foreign Loan এর IDC বাবদ প্রকল্প ব্যয় হিসাবে ১,৩৩৩.২৭ মিলিয়ন টাকা ও এসংক্রান্ত অবচয়; স্ক্যাডা রিহ্যাবিলেটেশন প্রকল্পের Foreign Loan এর IDC বাবদ প্রকল্প ব্যয় হিসাবে ৭৮.৮০ মিলিয়ন টাকা ও এসংক্রান্ত অবচয়; কম্প্রেসর স্টেশন প্রকল্পের Foreign Loan এর IDC বাবদ প্রকল্প ব্যয় হিসাবে ২,১৪৮.৪৭ মিলিয়ন টাকা ও এসংক্রান্ত অবচয়; এবং পাইপলাইন ও প্লান্ট ব্যতীত অন্যান্য সম্পদ খাতে ১৩৬.৪৯ মিলিয়ন টাকা বিবেচনা করা প্রয়োজন উল্লেখ করে। নিজস্ব অর্থায়নে জিটিসিএল এর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ায় সুদ বাবদ আয় কম বিবেচনা এবং Condensate হতে আয় কম বিবেচনা করার জন্য জিটিসিএল হতে মতামত প্রদান করা হয়। এছাড়া, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা কম্প্রেসর স্টেশন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৬ (ছয়) মাসের অনুমোদিত ব্যয় ৪৪২.৭৪ মিলিয়ন টাকা মর্মে উল্লেখপূর্বক তা বিবেচনার অনুরোধ জানানো হয়।

৬.২ ক্যাব ২৮ জুন ২০১৮ তারিখে শুনানি-পরবর্তী মতামত প্রদান করে। উক্ত মতামতে ক্যাব দাবী করে যে, দিনে কমপক্ষে ৮.৭৬ কোটি ঘনমিটার গ্যাস সরবরাহ না হলে প্রতি ঘনমিটার সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ব্যয় বৃদ্ধি মোকাবেলায় গ্যাসের মূলহার বৃদ্ধি না করা, সম্পদ তথা সঞ্চালন ক্ষমতা ব্যবহারে না আসলে বা কম ব্যবহার হলে অবচয় ও রিটার্ন কমিয়ে ব্যয় বৃদ্ধি সমন্বয় করা এবং জিটিসিএল-কে ব্রেক-ইভেনে পরিচালনা করা হলে বিদ্যমান সঞ্চালন চার্জেই জিটিসিএল এর ঘাটতি সমন্বয় সম্ভব হবে মর্মে ক্যাব মতামতে উল্লেখ করে।

৭.০ কমিশনের পর্যালোচনা

৭.১ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইওসিসহ দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ দৈনিক ২,৬৪১.৪১ মিলিয়ন ঘনফুট বা ২৭,২৯৭.৫৬ মিলিয়ন ঘনমিটার মর্মে গণশুনানিতে উপস্থাপিত হয়েছে, যা বিবেচনা করা যায়। পেট্রোবাংলা কাতার এবং ওমান থেকে বছরে যথাক্রমে সর্বোচ্চ ২.৫০ এবং ১.০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এলএনজি ক্রয়ের বিষয়ে এলএনজি সেল এন্ড পারচেজ এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করেছে এবং কাতার থেকে এলএনজি আমদানি শুরু করেছে। Excelerate Energy Bangladesh Limited গত ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখ থেকে Floating Storage and

Re-gasification Unit এর মাধ্যমে জিটিসিএল এর মহেশখালী জিরো পয়েন্টে রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহ শুরু করেছে। জিটিসিএল ২০ আগস্ট ২০১৮ থেকে চট্টগ্রামের বিতরণ নেটওয়ার্কে রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি সরবরাহ শুরু করেছে। আনোয়ারা-ফৌজদারহাট সঞ্চালন পাইপলাইনসহ কর্ণফুলী নদী ক্রসিং এর কাজ চলমান রয়েছে। এমতাবস্থায়, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দৈনিক গড়ে ৩৮১ মিলিয়ন ঘনফুট (১৮-২৩ আগস্ট ২০১৮ সময়ে দৈনিক গড়ে ৭৫ মিলিয়ন ঘনফুট, ২৪ আগস্ট ২০১৮ থেকে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে দৈনিক গড়ে ১০০ মিলিয়ন ঘনফুট, ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে দৈনিক গড়ে ৩০০ মিলিয়ন ঘনফুট এবং নভেম্বর ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে দৈনিক গড়ে ৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট) বা বছরে মোট ৩,৯২৬.১৩ মিলিয়ন ঘনমিটার রি-গ্যাসিফাইড এলএনজি আমদানি বিবেচনা করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়। গণশুনানি মোতাবেক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আইওসিসহ দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের ৮০.৪৭% এবং আমদানিকৃত গ্যাসের ১০০% হিসাবে মোট ২৫,৮৯২.৪৭ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস জিটিসিএল কর্তৃক সঞ্চালনের বিষয় বিবেচনা করা যায়।

৭.২ জাতীয় গ্যাস সঞ্চালন সিস্টেম হতে বিতরণ সিস্টেমের সকল ইনটেক পয়েন্টে সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ নিরূপণে যথাযথ মিটারিং ব্যবস্থা নেই মর্মে গণশুনানিতে আলোচনায় এসেছে। গ্যাস ফিল্ডসমূহ থেকে সরবরাহকৃত ও পরিমাপকৃত সমুদয় গ্যাস আনুমানিক হিসাবে বিতরণ কোম্পানী প্রান্তে সরবরাহকৃত দেখানো হয় মর্মে বক্তব্য এসেছে। সঞ্চালন সিস্টেমে ব্যবহৃত গ্যাস এবং অন্যান্য কারিগরি লস বিতরণ কোম্পানীর গ্যাস সরবরাহের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মর্মে বক্তব্য এসেছে। তাই জিটিসিএল এর সঞ্চালন লস যথাযথভাবে নিরূপণের লক্ষ্যে বিদ্যমান মিটারিং ব্যবস্থা পর্যালোচনাপূর্বক প্রতিটি বিতরণ কোম্পানীর ইনটেক পয়েন্টে জিটিসিএল কর্তৃক যথাযথ মিটারিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আবশ্যক বিবেচিত হয়। ট্রান্সমিশন সিস্টেমে ব্যবহৃত গ্যাসের যথাযথ হিসাব নিরূপণের লক্ষ্যে জিটিসিএল এর কম্প্রেসর স্টেশন এবং অন্যান্য স্থাপনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্ত ব্যবহৃত গ্যাস সংশ্লিষ্ট বিতরণ কোম্পানীর নিকট থেকে ক্রয়পূর্বক ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করা যায়। এক্ষেত্রে ক্যাপটিভ গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহার বিবেচনা করা যায়।

৭.৩ জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন লস গণশুনানিতে আলোচনায় এসেছে। কম্প্রেসর সিলের লিকেজজনিত লস, বিভিন্ন স্টেশন/পাইপলাইন কমিশনিং, রক্ষণাবেক্ষণ ও পিগিং সম্পৃক্ত পার্জিংকৃত গ্যাস, সঞ্চালন নেটওয়ার্কে স্টেশনের নিরাপত্তাজনিত ভেন্টিং/রিলিভ জনিত লস, ইত্যাদি কারিগরি কারণে ট্রান্সমিশন লস হয়। উপরিউক্ত কারিগরি কারণসমূহের জন্য জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন লস গড়ে ০.২৫% বিবেচনা করা যায়।

৭.৪ SCADA ব্যবহার করে জিটিসিএল এর operation কার্যক্রম উন্নতকরণ এবং সঞ্চালন পাইপলাইনে নিয়মিতভাবে pigging আবশ্যক বিবেচিত হয়।

৭.৫ সম্পদ ব্যবহারে না আসলে বা কম ব্যবহার হলে অবচয় ও রিটার্ন কমিয়ে ঘাটতি সমন্বয়ের বক্তব্য এসেছে। বিদ্যমান গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো সম্পদ ব্যবহার হলে তা ট্যারিফ নির্ধারণে সম্পদ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সে মোতাবেক জিটিসিএল এর নতুন সম্পদ ব্যবহার্য হলে তা রিটার্ন নিরূপণে বিবেচনা করা এবং সে মোতাবেক অবচয় নিরূপণ যথাযথ বিবেচিত হয়।

৭.৬ জনবল খাতে যাচাইবর্ষের তুলনায় ৫% বৃদ্ধি এবং সঞ্চালন সিস্টেমের সম্প্রসারণ বিবেচনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ৩ (তিন) অর্থবছরে জনবল নিয়োগের ধারাবাহিকতায় TEC বিবেচিত নতুন জনবলের ব্যয়, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি খাতে জিটিসিএল এর বর্ণিত ব্যয়, অফিস ও অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয় খাতে যাচাইবর্ষের প্রতি ঘনমিটার ব্যয়, কম্প্রেসর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে গণশুনানি পরবর্তী মতামতে জিটিসিএল এর বর্ণিত ব্যয়, অন্যান্য মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে যাচাইবর্ষের প্রতি ঘনমিটার ব্যয় রাজস্ব চাহিদায় বিবেচনা করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়। পেট্রোবাংলা চার্জ পৃথকভাবে বিবেচনা করার কারণে পেট্রোবাংলা এর সার্ভিস চার্জ জিটিসিএল এর রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণে বিবেচনা না করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। অন্যান্য আয় খাতে সুদ বাবদ আয়, কনডেনসেট ট্রান্সমিশন বাবদ আয় এবং বিবিধ আয় অন্তর্ভুক্তি যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। সুদ আয় নিরূপণে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব প্রতিবেদনে উল্লিখিত এফডিআর এবং এসটিডি হিসাবে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ বিবেচনা করা যায়। উক্ত অর্থের মধ্যে সরকারি ব্যাংকে জমাকৃত এফডিআরের ওপর ৫.৫% হারে, বেসরকারি ব্যাংকে জমাকৃত এফডিআরের ওপর ৯.০০% হারে এবং এসটিডি হিসাবে জমাকৃত অর্থের ওপর ৩.০০% হারে সুদ বিবেচনা করা যায়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের রাজস্ব চাহিদা নিরূপণে বিবেচিত ব্যবহার্য সম্পদের সাথে নতুন প্রকল্প হিসাবে মহেশখালী-আনোয়ারা পাইপলাইন প্রকল্পের IDC সহ ব্যবহার্য সম্পদ মোট ১০,৮২১.০৩ মিলিয়ন টাকা ও এসংক্রান্ত ১২ (বার) মাসের অবচয় বিবেচনা করা যায়। এছাড়া, বাখরাবাদ-সিদ্ধিরগঞ্জ পাইপলাইনের Foreign Loan এর IDC ১,৩৩৩.২৭ মিলিয়ন টাকা ব্যবহার্য সম্পদ হিসাবে ও এসংক্রান্ত ৬ (ছয়) মাসের অবচয়, স্কাডা রিহ্যাবিলেটেশন প্রকল্পের Foreign Loan এর IDC ৭৮.৮০ মিলিয়ন টাকা ব্যবহার্য সম্পদ হিসাবে ও এসংক্রান্ত ৬ (ছয়) মাসের অবচয় এবং পাইপলাইন ও প্লান্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহার্য সম্পদ হিসাবে ১৩৬.৪৯ মিলিয়ন টাকা ও এসংক্রান্ত ৬ (ছয়) মাসের অবচয় রাজস্ব চাহিদায় অন্তর্ভুক্ত করা যথাযথ বিবেচিত হয়। রিটার্ন অন রেট বেজ নির্ধারণে পরিশোধিত মূলধনের ক্ষেত্রে ১২% হারে এবং অন্যান্য ইক্যুইটির ওপর ৫.৪৪% হারে রিটার্ন বিবেচনা করা যৌক্তিক বিবেচিত হয়। এমতাবস্থায়, জিটিসিএল এর আবেদন, কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির মূল্যায়ন, গণশুনানিতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণের বক্তব্য, গণশুনানি-পরবর্তী মতামত/তথ্য এবং উপর্যুক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিটিসিএল এর গ্যাস সঞ্চালনের পরিমাণ এবং রাজস্ব চাহিদা নিম্নোক্ত সারণি-৩ এবং সারণি-৪ অনুযায়ী ধার্য করা যথাযথ বিবেচিত হয়:

সারণি-৩: জিটিসিএল এর সঞ্চালন সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে প্রাপ্ত গ্যাসের পরিমাণ, ট্রান্সমিশন লস এবং গ্যাস সঞ্চালন

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমাণ (মিলিয়ন ঘনমিটার)
১	মোট গ্যাস উৎপাদন এবং আমদানির পরিমাণ	৩১,২২৩.৬৯
২	জিটিসিএল কর্তৃক ইনটেক/উৎপাদন/আমদানি প্রান্তে গ্যাস গ্রহণের পরিমাণ	২৫,৮৯২.৪৭
৩	জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন লস (০.২৫%)	৬৪.৭৩
৪	**বিতরণ সিস্টেমের ইনটেক পয়েন্টে সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ** (২-৩)	**২৫,৮২৭.৭৪**

সারণি-৪: জিটিসিএল এর প্রাক্কলিত সঞ্চালন ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত		রাজস্ব চাহিদা (মিলিয়ন টাকা)
১	জনবল		৮৫৭.৫৩
২	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, অফিস এবং অন্যান্য		
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৫৬৪.১০	
	অফিস এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষ ব্যয়	৫১২.০৫	
	বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ক্ষতি	০.০১	
	গ্যাস ব্যবহার বাবদ ব্যয়	৪০৮.৬৫	
			১,৪৮৪.৮১
৩	**মোট পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (১+২)**		**২,৩৪২.৩৪**
৪	অবচয়		৪,১২৯.৮৫
৫	শ্রমিক কল্যাণ তহবিল		১২৫.৪৫
৬	কর্পোরেট ট্যাক্স		৮৭৮.১৭
৭	রিটার্ন অন রেট বেজ		৪,৮৪০.২১
৮	**মোট সঞ্চালন ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা (৩+...+৭)**		**১২,৩১৬.০২**
৯	**অন্যান্য আয় (ট্রান্সমিশন চার্জ ব্যতীত)**		**১,২৫৪.৭০**

২০১৮-১৯ অর্থবছরে জিটিসিএল এর মোট সঞ্চালন ব্যয়/রাজস্ব চাহিদা ১২,৩১৬.০২ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ০.৪৭৬৮ টাকা। বিদ্যমান অন্যান্য আয় ১,২৫৪.৭০ মিলিয়ন টাকা বা প্রতি ঘনমিটার ০.০৪৮৫ টাকা। এমতাবস্থায়, জিটিসিএল এর প্রতি ঘনমিটার ট্রান্সমিশন চার্জ ০.৪২৩৫ টাকা নির্ধারণ করা যায়।

৮.০ **মূল্যহার আদেশ**

সার্বিক বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করে কমিশন আদেশ করছে যে-

৮.১ জিটিসিএল এর ট্রান্সমিশন চার্জ প্রতি ঘনমিটার ০.৪২৩৫ টাকা নির্ধারণ করা হলো।

৮.২ জিটিসিএল কম্প্রেসর স্টেশনসহ অন্যান্য স্থাপনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত গ্যাস সংশ্লিষ্ট গ্যাস বিতরণ কোম্পানীর নিকট থেকে ক্যাপটিভ গ্রাহকশ্রেণির মূল্যহারে ক্রয় করবে।

৮.৩ জিটিসিএল প্রতিটি বিতরণ কোম্পানীকে সরবরাহকৃত গ্যাস পরিমাপ নিশ্চিত করবে। এ লক্ষ্যে জিটিসিএল বিতরণ কোম্পানীর ইনটেক পয়েন্টের বিদ্যমান মিটারিং ব্যবস্থা কার্যকর করবে কিংবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মিটারিং ব্যবস্থা স্থাপন ও চালু করবে। এ বিষয়ে জিটিসিএল আগামী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিবে।

৮.৪ জিটিসিএল SCADA ব্যবহার করে operation কার্যক্রম উন্নতকরণ এবং সঞ্চালন পাইপলাইনে নিয়মিতভাবে pigging এর ব্যবস্থা নিবে।

৮.৫ জিটিসিএল অবচয় খাতে সংগৃহিত সমুদয় অর্থ প্রচলিত নিয়ম অনুসরণপূর্বক স্বতন্ত্র ব্যাংক হিসাবে জমা নিশ্চিত করবে।

৮.৬ এ আদেশ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ হতে কার্যকর হবে এবং পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে।

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সদস্য

(মোঃ আবদুল আজিজ খান)
সদস্য

(মাহমুদউল হক ভূঁইয়া)
সদস্য

(রহমান মুরশেদ)
সদস্য

(মনোয়ার ইসলাম)
চেয়ারম্যান